তারিখ ... 31 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2 ...

কালের কণ্ঠ

কাল পরীক্ষায় বসতে পারবে তো তিন ছাত্র!

চাঁদপুর প্রতিনিধি ▷

এসএসসি পরীক্ষা শুরু আগামীকাল সোমবার। চাঁদপুরের দুটি বিদ্যালয়ের তিন ছাত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে গেছে। বাড়িতে থেকে পড়াশোনা তো দূরের কথা, তাদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। একটি মিথ্যা মামলায় আসামি হওয়ায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে।

এসএসসি পরীক্ষার্থীরা হচ্ছে চাঁদপুর সদরের ছোটসুন্দর এ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মো. রাব্বি আহমেদ (১৫), মো. আনিস (১৬) ও ফরিদগঞ্জ উপজেলার চান্দ্রা ইমাম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৬)। এরা সবাই ফরিদগঞ্জ উপজেলার চর রণবলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। এদের মধ্যে রাব্বি ও রিয়াদ দুই ভাই। তাদের প্রবাসফেরত বাবা মো. ইউসুফ বর্তমানে অসুস্থ। পাশের গ্রামের সবুর খানের ছেলে আনিস।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গ্রামের মৃত নুরুল হকের স্ত্রী বৃদ্ধা মাফিয়া বেগমকে দিয়ে একটি মহল গত ২৩ ডিসেম্বর চাঁদপুরের বিচারিক আদালতে একটি মামলা করে। মামলায় ওই তিনজন ছাড়াও কৃষক এয়াকুব আলী ও কলেজ পড়ুয়া মো. মাহবুবকে আসামি করা হয়। মামলায় বৃদ্ধা মাফিয়া বেগমকে মারধর এবং তাঁর রান্নাঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই মর্মে অভিযোগকারীর পক্ষে ডাক্তারি সনদ আদালতে দাখিল করা হয়। অথচ ঘটনার সময় উল্লেখ রয়েছে ৮ ডিসেম্বর। আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে ফরিদগঞ্জ থানা পুলিশকে সরেজমিন গিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মনির হোসেন গত ২১ জানুয়ারি রাতে সাদা পোশাকে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাদীপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। এ নিয়ে অভিযুক্ত বা অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলেননি।

স্থানীয়রা জানায়, চর রণবলিয়া বয়াতিবাড়ির কয়েকটি পরিবারের মধ্যে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ ছিল। বিষয়টি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান বিবদমান পক্ষগুলোকে নিয়ে বসে তাদের সীমানা নির্ধারণ করে দেন।

এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন খান নয়ন বলেন, 'পক্ষগুলোর মধ্যে সীমানা বিরোধ সমাধান করে দেওয়ার পর কোনো একটি মহল মিথ্যা মামলা দিয়ে তিন পরীক্ষার্থীসহ আরো তিনজনকে হয়রানি করছে।'

ফরিদগঞ্জ থানার এসআই মনির হোসেন বলেন, 'আমি তদন্ত করে যা পেয়েছি, তা আদালতে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করেছি।'